আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমাহির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়: রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ-১

১. **পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:** আওযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। (সূরা ৩৩ আল আহযাব আয়াত ২১)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসীর তার তাফসীরে উল্লেখ করেছেন, রাসূলের (স:) কথা, ভাষণ, কাজ এবং নির্দেশ পালন করার মধ্যে মানুষের জন্য রয়েছে উত্তম অনুকরণীয় নীতিমালা।

২. **পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:** আওযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম

وَمَا أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَـٰلَمِينَ

জগদ্বাসীর জন্য রহমত (অনুকম্পা ও আশীর্বাদ) ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আমরা তোমাকে রাসূল বানিয়ে পাঠাই নি। (সূরা ২১ আল আম্বিয়া আয়াত ১০৭)

৩. সূরা ৬ আল আন'আমের ৮৩ নম্বর আয়াত থেকে ৮৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ১৮ জন নবী রাসুলের নাম উল্লেখ করেছে, বাকি ৭ জনের নাম কুরআনের অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে। এই সমস্ত নবী-রাসুলদের আল্লাহ তা'য়ালা সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর পরিচালিত করেছিলেন।

أُوْلَـٰٓئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَٰهُمُ اقْتَدِهْ

তাদেরকে (অন্য নবী-রাসূলদেরকে) আল্লাহ হিদায়াতের উপর পরিচালিত করেছেন, সুতরাং তুমিও (হে মুহাম্মদ) তাদের পথের অনুসরন করো। (সূরা ৬ আল আন'আম আয়াত ৯০)

৪. **পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:** আওযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ করো, আর যা থেকে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো, (সূরা ৫৯ আল হাসর আয়াত ৭)

ব্যাখ্যা: আল্লাহর নির্দেশ মানা যেমন ফরজ, রাসূলের নির্দেশ মানা ও তেমনি ফরজ।

সমস্ত নবী-রাসুলদের আল্লাহ তায়ালা পাপ কাজ করা থেকে দূরে রেখেছেন, তাদের পদস্থলন হয়নি, আল্লাহর রহমতে তারা ভুল ও করেন নি। হঠাৎ কোনো ভুল সংঘটিত হলে সাথে সাথে তারা অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন, এবং আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুতরাং তাদের পথের অনুসরণ করা আমাদের জন্য কল্যাণ কর।

আমরা শেষ নবী মুহাম্মদ (স:) এর উম্মত। তিনি (রাসূল) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, এক আল্লাহর ইবাদত করতে। কেন আমরা রাসূলকে (role model) হিসাবে গ্রহণ করবো? কারণ আল্লাহর নির্দেশ। দ্বিতীয় রাসূল (স:) ছিলেন আল সাদিক (সত্যবাদী), আল আমিন (বিশ্বস্ত), তিনি ছিলেন দয়ালু, ধৈর্যশীল, খারাপ ভাষা ব্যবহার করতেন না, কাউকে অভিশাপ দিতেন না, রাগান্বিত হতেন না ইত্যাদি গুনাবলী অধিকারী।

তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন উন্নত চরিত্র কিভাবে গঠন করতে হবে। তিনি আমাদেরকে আল্লাহর ইবাদাত করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন।

সুতরাং আমরা যারা আল্লাহকে খুশি করতে চাই, পরকালে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত কামনা করি, এবং দুনিয়ায় অন্যায় করা ও জুলুম করা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চাই,
তাদের অবশ্যই রাসূলকে (role model) (অনুকরণীয়ত চরিত্র) হিসাবে গ্রহণ করা উচিত।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here http://www.morningbrightness.fi/